168 দৈনিক খবর

তারিখ 17 SEP 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বর্তমানে শিক্ষকের ১শ' ৮৭টি পদ খালি রয়েছে বলে রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ। শিক্ষকদের পদ ছাড়াও অফিসার ও কর্মচারীর ১শ'টির পদও শূন্য রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের মোট পদের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ২শ' ৮৯টি। তন্মধ্যে ইমেরিটাস অধ্যাপকও সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষকের পদ ২৩টি, অধ্যাপক ২শ' ২১টি, সহযোগী অধ্যাপক ৩শ' ৫০টি, সহকারী অধ্যাপক ৩শ' ৭০টি, প্রভাষক ২শ' ৫২টি এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের পদ রয়েছে ৯২টি। এসব পদের বিপরীতে বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক ১৫ জন, অধ্যাপক ১শ' ৮০ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২শ' ৮৮ জন, সহকারী অধ্যাপক ২শ' ৯৬ জন, প্রভাষক ২শ' ৩১ জন এবং খন্ডকালীন শিক্ষক ৭৩ জন। অর্থাৎ ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষকের ৮টি, অধ্যাপকের ৪১টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৬২টি, সহকারী অধ্যাপকের ৭৪টি, প্রভাষকের ২১টি এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের ১৯টি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারের ১২টি পদ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ৭৬টি পদ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ১২টি পদ খালি রয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ।

দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ যাবৎ বহু মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী বেরিয়ে গেছেন, যারা দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহির্বিশ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ সুনামও রয়েছে। এর মূল কারণ, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মান বা গৌরব বুঝিবা রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না। অবশ্য এ সম্পর্কে আগে থেকেই নানা কথা শোনা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান পড়ে গেছে– এ রকম অভিযোগের কথা প্রচার হয়েছে অনেক আগেই। অভিযোগটি কতদূর সত্য তা আমরা বলতে পারবো না। কেননা বিষয়টি প্রমাণ সাপেক্ষ। সে রকম প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। তবে এমন কিছু সুস্পষ্ট আলামত রয়েছে যেগুলো শিক্ষার মানকে নিম্নমুখী করতে সহায়তা করবে। সেগুলোর একটি হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা এবং অফিসার–কর্মচারীর অভাব। বিশেষ করে শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টিকে কোনমতেই হালকাভাবে দেখা ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা শুধু ডিগ্রী লাভের আশায় ভর্তি হন– এমন ধারণা কেউ কেউ পোষণ করলেও আসলে ধারণাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ডিগ্রী প্রাপ্তিই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মুখ্য বিষয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানলাভ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা জ্ঞানলাভ করে সেই জ্ঞানের আলো দেশ–বিদেশে ছড়িয়ে দেবেন– এটাই তাদের কাছ থেকে সবাই আশা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকজন ছাত্রের পেছনে সরকার প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তার অংক খুব বড় না হলেও ছোট নয়। এত টাকা সরকার শুধু একটা কারণেই ব্যয় করেন। আর সে কারণটি হচ্ছে দেশবাসীর মত সরকারেরও একটাই আকাংখা। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র–ছাত্রীরা স্ব স্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করে বেরিয়ে আসুন– এটাই সরকারের কামনা। এজন্য ছাত্র–ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হওয়া চাই। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশও থাকা চাই। অর্থাৎ ছাত্র–ছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারে সেই পরিবেশ সর্বাগ্রে নিশ্চিত হওয়া দরকার। এই পরিবেশ মানে শুধু সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ নয়, লেখাপড়ার জন্য যে সমস্ত সুযোগ–সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় সেগুলোর প্রত্যেকটি থাকতে হবে। যেমন রেফারেন্স বই, লাইব্রেরী, উন্নত মানের পরীক্ষাগার এবং সর্বোপরি শিক্ষক। ছাত্র–ছাত্রীদের যত সুযোগ–সুবিধাই দেয়া হোক না কেন, শিক্ষকের অভাব হলে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি ষোলকলায় পূর্ণ হয় না। শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো অনতিবিলম্বে পূরণ করা উচিত। শুধু শিক্ষার মানের প্রশ্নেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে পীড়িত করেছে তা হলো 'সেশন জট'। স্বাধীনতার পর থেকে এই সমস্যা ক্রমাগত জটিল আকার ধারণ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও 'সেশন জট'–এর সমস্যা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা মনে করি, শিক্ষক স্বল্পতা 'সেশন জট'–এর অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টিকে তাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের খালি পদ পূরণ করে শিক্ষকের অভাব দূর করতে পারলে 'সেশন জট'–এর সমস্যাও লাঘব হবে। অতএব, এ ব্যাপারে কালক্ষেপণের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না।